



বাংলাদেশের সঙ্গে
৭১-এর জট কেটে
গিয়েছে
৭

শাশ্বত ভীতু, কটাক্ষ বিবেক-পত্নীর
অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে ভীত বলে কটাক্ষ করলেন
বিতর্কিত 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' সিনেমার সহ প্রযোজক পঙ্কজী যোশি।
তিনি বলেন, 'শাশ্বতের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না।'
৫

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ



আমার মনে হয়
হনুমানই প্রথম
মহাকাশচারী
৭

শিলিগুড়ি ৮ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 25 August 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 98



অনাদরের
ধুলোয় ঢাকা
পড়ছে দুই
দিনাজপুর

শুভ্রশঙ্কর নাগ



উত্তরবঙ্গের
বঞ্চনার
মহাভারত
সমান।
কিন্তু
সেই উত্তরবঙ্গের
ভেতরেই আছে
আরও এক বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ। সেই
উত্তরবঙ্গ নিয়ে কারও কোনও
হেলদোল নেই, ভাবনাচিন্তা নেই।
যুগের পর যুগ ধরে উত্তরবঙ্গের
ভেতরে থাকা দুয়োয়ানি দুই
দিনাজপুরের কান্না শোনার লোক
নেই। কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারই
ব্রাত্য করে রেখেছে উত্তরের দুই
প্রাচীন জনপদকে।

১৯৯২ সালে উত্তর এবং
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভাগ হলেও
আজও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি।
গোটা উত্তরবঙ্গভূমি কোথাও না
কোথাও হয়তো একটু উন্নয়নের
ছোঁয়া ইদানীকালে দেখতে পাওয়া
যায়। তবে সেই উন্নয়ন মূলত
শিলিগুড়ি ও মালদা কেন্দ্রিক। ওই
এলাকায় যেভাবে উন্নয়নের আলো
পড়েছে তার ছিটেফোঁটাও পড়েনি
দুই দিনাজপুরে। নতুন করে কোথাও
কোনও কর্মসংস্থান নেই, কোথাও
শিল্প নেই। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি
কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত
করা হলেও তার ফলাফল খুব
হতাশাজনক। সুপারস্পেশালিটি
হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালকে
মেডিকেল কলেজ করা হয়েছে,
কিন্তু সেখানে এখনও কোনও
কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি বিভাগ
নেই। বড় কোনও সমস্যা হলে
জেলায় চিকিৎসার কোনও সুবিধাও
মেলে না। সাধারণ সমস্যা নিয়েও
সবসময় জেলাবাসীদের ছুঁতে
হচ্ছে কলকাতা, চেন্নাই বা অন্যান্য
জায়গায়। চিকিৎসা পরিষেবার
আমরা বিশাবীও জলে। অথচ যেটা
মানুষের অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়।
এরপর দশের পাতায়

চর্চায় দিলীপ, প্রিয়াংকা ও ব্রজকান্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

শোকজে ভিন্ন পন্থা তৃণমূলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট : মতে
কি পথ আলাদা? নেতার 'বিদ্রোহ'
এবং 'ওজন' দেখে কি ব্যবস্থা?
পদক্ষেপের পার্থক্য এমনই প্রশ্ন
উঠেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল
কংগ্রেসে। একই দলে ব্যবস্থার ভিন্ন
কেন নীতি, চর্চা চলছে শহর থেকে
গ্রামে। এমন চর্চার কেন্দ্রীয় চরিত্রে
শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ
দিলীপ বর্মন এবং মহকুমা পরিষদের
কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস।
৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার ও
মেয়র পারিষদ দিলীপ প্রকাশ্যে মেয়র
গৌতম দেবের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলায়
তাকে শোকজ করেছিলেন খোদা
তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বস্তু।
কিন্তু মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে
অন্যথা পেশের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই
'সন্দেহের বশে' মহকুমা পরিষদের
কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা এবং দলের
অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মনকে
শোকজ করে জবাব চেয়েছেন দলের
জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রিয়াল।
দলের এই ভিন্ন পথ নিয়েই এখন
আলোচনা চলছে দলের মধ্যে। তবে
এমন বিষয় পুরোপুরি এড়িয়ে যাচ্ছেন
জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় ও এই নিয়ে কিছু
বলতে চাননি।

গত মাসের বোর্ড সভায় মেয়র
পারিষদ দিলীপ মেয়রের ভূমিকা
নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছিলেন।
তিনি বোর্ড সভায় বলেছিলেন, তাঁকে
মেয়র পারিষদ করা হলেও কোনও
কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
তার ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে
পুরনিগমের টিম গিয়েছিল। কিন্তু
ডেপুটি মেয়রের কোন যেতেই ওই
টিম ফিরে এসেছে। এসব কেন হচ্ছে,
সেই জবাব চেয়েছিলেন দিলীপ। তার
পরেই একপ্রকার তাঁকে 'ঘাড়খাঁকা'

দিয়ে বোর্ড সভা থেকে বের করে
দেওয়া হয়েছিল। এর আগেও নানা
বিতর্কে জড়ান দিলীপ। কিন্তু বোর্ড
সভার ঘটনার পরই শিলিগুড়ি থেকে



৩৪
দিন পর

প্রশ্ন দলেই

■ দিলীপকে শোকজ করেন
তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি,
প্রিয়াংকাদের জেলা
চেয়ারম্যান

■ দিলীপ প্রকাশ্যে মেয়রের
বিরুদ্ধে তোপ দাগেন,
অন্যস্থায় প্রিয়াংকা-যোগের
'প্রমাণ' নেই

■ দুজনের ক্ষেত্রে শোকজের
ভিন্ন নীতির জন্যই প্রশ্ন
উঠছে তৃণমূলের অন্তরে

অভিযোগ পেয়ে তৃণমূলের রাজ্য
সভাপতি সুব্রত বস্তু দিলীপকে
শোকজ করেন। অথচ দিলীপ দলের
রাজ্য কমিটির সদস্য নন, জেলা
কমিটিরও কেউ নন। দলের কোনও
স্তরেই কোনও পদে নেই তিনি।

দিলীপ রবিবার বলছেন, 'রাজ্য
নেতৃত্ব হোয়াটসঅপে চিঠির কপি
পাঠিয়ে শোকজ করেছিল, আমিও
হোয়াটসঅপেই জবাব দিয়েছি।
কিন্তু ২০-২৫ দিন কেটে গেলেও দল
কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। আমিও
হেঁদে দিচ্ছি না। দল সিদ্ধান্ত না
জানানো পর্যন্ত মেয়র পারিষদ বৈঠক
ও বোর্ড সভায় যাচ্ছি না। তবে,
আমার দায়িত্ব থাকা পুরনিগমের
সব দপ্তরে যাচ্ছি।' অন্যদিকে,
বৃহস্পতিবার মাটিগাড়া-২ গ্রাম
পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অন্যথা
জানিয়ে চিঠি জমা পড়েছে বিডিওর
কাছে। এই অন্যস্থায় মদত দেওয়ার
অভিযোগে শিলিগুড়ি মহকুমা
পরিষদের কর্মধ্যক্ষ প্রিয়াংকা এবং
দলের মাটিগাড়া-২ অঞ্চল সভাপতি
ব্রজকান্তকে জেলা চেয়ারম্যান
শোকজ করেছেন। সঠিক সময়ে
শোকজের সঠিক উত্তর দেওয়ার কথা
জানিয়েছেন প্রিয়াংকা।

প্রিয়াংকা ১৫ বছর পঞ্চায়েত
প্রধান ছিলেন। দলের মহিলা শাখার
দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তিনি
মহকুমা পরিষদের কর্মধ্যক্ষ, মনে
করিয়ে দিচ্ছেন তৃণমূলের শিলিগুড়ির
প্রথম সারির অনেকে নেতাই। সরাসরি
কোনও প্রমাণ না থাকলেও তাঁকে
এবং ব্রজকান্তকে কীভাবে জেলা
চেয়ারম্যান ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জবাবদিহি
চেয়ে শোকজ করেছেন, তা নিয়েও
প্রশ্ন উঠেছে। যদিও দার্জিলিং জেলা
কোর কমিটির এক সদস্যের কথায়,
'প্রিয়াংকাদের ভূমিকায় দলের শীর্ষ
নেতৃত্ব প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তাদের বিরুদ্ধে
কড়া পদক্ষেপের সম্ভাবনা রয়েছে।'
তবে বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট
থাকায়, দিলীপের বিরুদ্ধে কোনও
পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অনেকের
ধারণা। প্রিয়াংকাদেরও শোকজ করেই
দল হাত গুটিয়ে নেবে বলেও মনে
করা হচ্ছে।



বেহাল
নিকাশিনালা,
জঞ্জালে
বিপদের শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট : খোদা
হাসপাতালেই বড়সড়ো রোগের
চোখরাগানি।

চারদিকে ভাইরাস,
ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগজীবাণুর
সংক্রমণ ধরা পড়ছে। উত্তরবঙ্গ
মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও
লেস্টোপ্পাইরোসিসের সংক্রমণ
পাওয়া গিয়েছে। অথচ সেই
মেডিকলেই চারদিকে বেহাল
নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জাল আর
আগাছায় ছেয়ে গিয়েছে। আবাসিক
চিকিৎসক, নার্স থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের
আসক্তি, ক্যান্সাসের চারদিকে যা
পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে তাতে এখানে
আরও বড়সড়ো রোগ ছড়াতে

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল
কলেজ ও হাসপাতাল

পারে। মাসেমেসেই বোম্বাড
থেকে সাপ বেরিয়ে আসছে। মশার
উৎপাতে আবাসনে টেকা যাচ্ছে
না। নিকাশিনালাগুলিও নিয়মিত
সফাই হয় না। ফলে সমস্যা দিন-
দিন বাড়ছে। মেডিকেলের এই
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিকিৎসা
করতে রোগী ও তাদের পরিজনরা
ভুগছেন। রাতে বিভিন্ন করিডরে
বা ছাউনিতে থাকতে তাঁদের ঘুম
উড়ছে।

মেডিকলে ডেপুটি সুপারসুদীপ্ত
মণ্ডল নিজেই মেডিকেল ক্যান্সাসে
থাকেন। তাঁর বক্তব্য, 'মশার উৎপাত
অস্বীকার করার উপায় নেই।
নিকাশিনালাগুলি সফাইয়ের জন্য
পূর্ত দপ্তরকে বারবার বলা হয়েছে।
নিকাশিনালাগুলির আউটলেট তৈরি
না হওয়া পর্যন্ত জমা জল বের
করা সম্ভব নয়। সেটা পূর্ত দপ্তরকে
দেখতে বলা হয়েছে।'

কলেজ ও হাসপাতাল মিলিয়ে
প্রায় ১০০ একর জায়গাভূমি
উত্তরবঙ্গ মেডিকেল ছড়িয়ে রয়েছে।
এখানে ডাক্তারি পড়ার থেকে শুরু
করে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং
স্বাস্থ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের
আবাসন রয়েছে। এছাড়া ২০টির
ওপরে অন্তর্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে
৯০০ রোগী চিকিৎসাস্থান থাকেন।
রোগীদের পরিবারের অনেকেই
এরপর দশের পাতায়

ধামাচাপা দিতে মরিয়া সমবায় ব্যাংক
কেলেঙ্কারি অনেক,
নেই শুধু পদক্ষেপ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট :
কখনও ব্যাংকের ম্যানেজার, কখনও
ক্যাশিয়ার, বিভিন্ন সময় সাধারণ
মানুষের কষ্টজীভ অর্থ দু'হাতে
লুটেছেন ব্যাংকের আধিকারিকরা।
একের পর কলেঙ্কারি ধরা পড়লেও
আজ পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই কড়া
পদক্ষেপ হয়নি। দুর্নীতির আঁতুড়ে
পরিণত হয়েছে শাসকদল তৃণমূল
কংগ্রেস পরিচালিত কোচবিহার
সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক।
অভিযোগ, ব্যাংকের বোর্ড অফ
ডিরেক্টর এবং সমবায় দপ্তরের
আধিকারিকদের একাত্তরের
মদতই রমরমা হয়েছে
দুর্নীতির। প্রশ্ন উঠছে,
তাহলে কি রাজনৈতিক
কারণেই বারে বারে
ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে
কেলেঙ্কারি?

গত তিন বছরেই ব্যাংকের
বিভিন্ন শাখায় বড় বড় কেলেঙ্কারি
ধরা পড়েছে। সম্প্রতি জামালদহ
এবং হলদিবাড়ি শাখার দুর্নীতি
ছাড়াও ২০২২-এ ব্যাংকের মূল
শাখা কোচবিহারে ৮৪ লক্ষ টাকার
তছরূপ ধরা পড়ে। তাতে অভিযুক্ত



কোচবিহারের সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক।

ছিলেন ক্যাশিয়ার
চুমকি দত্ত। সেই
সময়ও প্রথমে চুমকির
বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে
দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। ব্যাংক
সুত্রের খবর, চুমকি লিখিতভাবে সব
টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি দিলেও
মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা দেন। কর্তৃপক্ষ
তাঁর কাছ থেকে আজও বাকি টাকা
উদ্ধার করতে পারেনি। চাপের মুখে
এরপর দশের পাতায়

‘অচেনা’ শহরে
সর্বস্ব ছিনতাই



আদালতের পথে ধৃত বসন্ত পাণ্ডে। রবিবার।

শমিদীপ দত্ত
শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট :
নাইট শিফটের ডিউটি। রাত
সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে
বেরিয়ে অফিস যাওয়ার আগে
কিছু সামগ্রী কিনবেন বলে ঠিক
করেছিলেন গৌতম মণ্ডল।
সেজন্য পায়ের মোড়ে একটি
টোটোয় চেপে বসেন তিনি।
কলকাতার বাসিন্দা পেশায় একটি
বেসরকারি মোবাইল প্রস্তুতকারী
সংস্থার ট্রান্সমিশন ইঞ্জিনিয়ার
চার মাস আগে এসেছেন
শিলিগুড়িতে। শহর খুব একটা
কেনা নয়। কোথায় কী পাওয়া
যায়, তা জানতে টোটোচালকের
ওপর ভরসা রেখেছিলেন। কিন্তু
এমন অভিজ্ঞতা যে হবে, তা কল্পনা করতে পারেননি গৌতম। রবিবার
সকালে সেই কথা বলতে গিয়ে গলা কাঁপছিল ওই তরুণের।
বলছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করে বললাম, যেখানে ওইসব সামগ্রী
মেলে, সেখানে নিয়ে চলুন। টোটোতে চালক ছাড়া আরও একজন
ছিল। কথাবাতা শুনে ওরা একে অপরের পরিচিত বলেই মনে হয়েছে।'
অভিযোগ, ফাঁকা রাস্তার সুযোগ নিয়ে টোটোচালক গৌতমকে নিয়ে
গিয়েছিলেন সেবক রোড সংলগ্ন শিবমঙ্গল রোড এলাকার একটি অন্ধকার
গলিতে।
এরপর দশের পাতায়

যদি ট্যাটুতে লেখো... সম্পর্কের অন্ধে বদলায় নাম

প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে প্রিয় মানুষের নামের ট্যাটু করান অনেকেই। কিন্তু সম্পর্ক যখন ভাঙে, তখন বিপাকে পড়েন তাঁরা।

মুহুর্তে কিংবা তার ওপর নতুন নকশার ট্যাটু বানাতে গচ্চা যায় টাকা। অভিনেতা থেকে আমআদমি, বিপাকে পড়ছেন সবাই।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ আগস্ট : 'যদি
কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিড়ে
যাবে, পাথরে লেখো নাম পাথর ক্ষয়ে
যাবে, হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম রয়ে
যাবে...' মামা দে না হয় অনায়েসে
বলতে পারেন হৃদয়ে নাম রয়ে যাবে।
কিন্তু বর্তমানে কি আর প্রাক্তনের
নামের ট্যাটু দেখে চুপটি করে
থাকবেন! পারবেন মনে নিতে?
একবার ইস্টার নাম নিয়ে জিজ্ঞেস
করেই দেখুন না প্রেমিক-প্রেমিকা বা
সহধর্মীণিকে। আহত হলে লেখক
দায়ী নয় কিন্তু।
ট্যাটুর চল আজকের নয়।
উল্কির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির
সম্পর্ক দীর্ঘকালো। বিশ্বেও এর
বহুলপ্রচলন। নয়ের দশকে নৃবিজ্ঞানী

ডানিয়েল আঁতেনি যে মিশরীয় মমিটি
পেয়েছিলেন, তার পিঠে ও বাহুতে
দেখা গিয়েছিল বিশেষ কিছু চিহ্ন।
মমিটি ৩৩৫১-৩০১৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের
এক মানুষের ছিল। গবেষণায় উঠে
এসেছে মিশর, সিদ্ধ সভ্যতা, জাপান,
চীন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে শতাব্দীর পর



শতাব্দী ধরে ট্যাটুচর্চা চলে আসছে।
মধ্যযুগীয় সভ্যতার দাস, যোদ্ধা,
ফারাও, নাবিক গোষ্ঠীর মানুষ নিদ্রিষ্ট
ঘরানার প্রতীক ট্যাটু হিসেবে ব্যবহার
করতেন। আজও এই প্রথা ভারতের
উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কিছু জনজাতি ও
আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে।

অভিনেতা, খেলোয়াড় থেকে
আমজনতার মধ্যে প্রিয় মানুষের
নামে ট্যাটু করানোর প্রবণতা রয়েছে।
সেই যে 'চিরদিনই তুমি যে আমার'



সিনেমায় রাহুল নিজের নিখাদ
ভালোবাসা বোঝাতে বুকে প্রিয়াংকার
নাম লিখিয়েছিলেন। এমন কত রাহুল-
প্রিয়াংকার দেখা মেলে আমাদের



আশপাশে। কিন্তু যখন সেই সম্পর্ক
ভাঙে, নানা কারণে তাদের আর
একসঙ্গে থাকা হয় না- তখন বিপাকে
পড়েন নাম লেখানো মানুষটি। কেউ



অভিনেতা, কেউবা নতুন সম্পর্কে
জড়ানোর পর মুহুর্তে বাধ্য হন
সেটা। ছুঁতে হয় ট্যাটু আর্টিস্ট বা
ডামোটেলজিস্টের কাছে।
দীপিকা পাড়ুকোনকে 'আরকে'
(প্রাক্তনের নাম ও পদবির আদ্যাক্ষর),
হাস্কি রোশনকে প্রাক্তন স্ত্রীর নামের
ট্যাটুর কারণে বিতর্কিত হয়েছিল।
তাদের মতোই অভিজ্ঞতা
হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ির বাসিন্দা
অমিতের।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়,
তারপর সেই মেয়ের প্রেমে
হাবুডুবু খাওয়া। দেখাসাক্ষাৎ না
হলেও দিনরাত ফোনে কথা হত।
কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে
তার সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার
পরিকল্পনা সেসে ফেলেছিলেন
অমিত।
এরপর দশের পাতায়

লেপ্টোস্পাইরোসিস

রোগ শনাক্তকরণ জরুরি



উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার আগে উত্তরবঙ্গে চোখ রাঙাচ্ছে লেপ্টোস্পাইরোসিস। রোগটি আমাদের কাছে অচেনা হলেও ধীরে ধীরে এটি প্রভাব বিস্তার করছে। প্রথমে রাজগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে দেখা গেলেও এখন শহর সংলগ্ন এলাকাতেও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। বেশিরভাগেরই চিকিৎসা চলছে। রোগটি আদতে কী, কেন হয়, কীভাবে ছড়ায়, কতটা ক্ষতি করে প্রভৃতি বিষয়ে জানালেন ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং ট্রপিক্যাল মাইক্রোবিয়াল ডিজিজ স্পেশালিস্ট **ডাঃ অমিতাভ নন্দী**

▶▶ প্রাথমিক পরিচয়

লেপ্টোস্পাইরোসিস একটি অসুখ যার কারণ একটি স্পাইরোটিক জীবাণু। এর চেহারা প্যাঁচানো, অনেকটা কর্ক স্ক্রয়ের মতো। এরা ব্যাকটেরিয়া সমগোত্রীয়। এই স্পাইরোটিক মানুষের মধ্যে যে অসুখটি সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় লেপ্টোস্পাইরোসিস। এর ২২ রকমের প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে ১০টি প্রজাতি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ করে। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোহেমোরিজিআই।

রোগটি সারাবছর দেখা যায় এমন নয়, বছরে কোনও কোনও সময় কোনও কোনও রাজ্যে দেখা যায়। প্রধানত বেশি দেখা গিয়েছে কেরল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ুতে। এখন পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশাতেও দেখা যাচ্ছে।

▶▶ কোন প্রাণীর মধ্যে থাকে

এই রোগটিকে আদতে জুনোসিস বলা হয়, অর্থাৎ এটা প্রাণীজগতের অসুখ। মানুষ ঘটনাক্রমে এসব সংক্রামিত প্রাণীর সংস্পর্শে এসে নিজে সংক্রামিত হয়ে যায়। সাধারণত এরা সবচেয়ে বেশি ঝেঁড়ে ইঁদুরের মধ্যে থাকে, যেগুলি কি না মাঠেঘাটে, নালা-নদীময় বা মাটির নীচে গর্ত করে থাকে। এই ইঁদুরের কিডনির মধ্যে যে সুরু সুরু মূত্রনালিগুলো আছে তার মধ্যে জীবাণুটি থাকে। সেখান থেকে প্রভাবের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে। এছাড়া গৃহপালিত পশু যেমন কুকুর, গোরু, ছাগল, ভেড়া, গুয়ারা এবং ঘোড়ার মধ্যেও এই জীবাণু পাওয়া যায়। কিন্তু এসব প্রাণী বিশেষ করে ইঁদুরের মধ্যে লেপ্টোস্পাইরা জীবাণু কোনও অসুখ সৃষ্টি করে না। তাই এদের লেপ্টোস্পাইরার রিজার্ভার বলা হয়। অন্যদিকে, গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গর্ভপাতের কারণ হওয়াতে পশু পালনের কাজে প্রভূত ক্ষতি হতে পারে।

▶▶ মানুষের মধ্যে ছড়ায় কীভাবে

উল্লিখিত কোনও প্রাণীর প্রভাব যদি মানুষের শরীরে লাগে তখনই সংক্রমণটি হয়। কুকুর, ইঁদুর হোক বা গোরু, এরা যত্রতত্র পায়খানা-প্রভাব করে পরিবেশ দূষিত করছে। খেয়াল

করে দেখবেন, বর্ষাকালে রোগটা বেশি হয়। কারণ, বৃষ্টির জলে ওই পায়খানা-প্রভাব ধূয়ে হয়তো মাটিতে বা চাষের খেতে মিশেছে কিংবা পুকুরে গিয়ে পড়ছে। কেউ পুকুরে ডুব দিল, চোখ বা নাক-মুখের ভেতর দিয়ে জীবাণু শরীরে ঢুকে গেল। শহরের ক্ষেত্রে বৃষ্টি হলে জল জমছে। সেই জলে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ওই জীবাণুও থাকছে। এক হাটু জল ভেঙে যখন যাওয়াত করছেন এবং শরীরের কোথাও বিশেষ করে পায়ের যদি কোনও আঁচড় বা কাটাছেঁড়া থাকে, তাহলে সেখান দিয়ে জীবাণুটি ঢুকতে পারে। এমনকি সুইমিং পুলেও স্পাইরোটিক থাকে।

▶▶ কোন অঙ্গের ক্ষতি করে

এই জীবাণুটি প্রাথমিকভাবে প্রধানত তিনটি অঙ্গের ক্ষতি করে - লিভার, কিডনি এবং ফুসফুস।

▶▶ উপসর্গ

সংক্রমণের প্রায় ১০ দিন পরে উপসর্গ প্রকাশ পায়। জ্বর, সঙ্গে খুব মাথাব্যথা হয়, বমিবমি নাগে, গায়ে ব্যাশ বেরোয়, ডেঙ্গির মতো হেমারেজিক রাশও হতে পারে।

▶▶ বিশেষ লক্ষণ

চোখের সাদা অংশে রক্ত জমাট বাঁধার মতো লাল হয়ে যায়। এই লক্ষণ দেখলে প্রায় ৬০ শতাংশ রোগীকেই সম্ভাব্য লেপ্টোস্পাইরোসিস



▶▶ জটিলতা

বমি হতে থাকে। লিভার খারাপ হয়। ফলে জন্ডিস হতে পারে এবং সেটা মারাত্মক আকার নিতে পারে। গুরুতর ঘটনায় লিভার ফেলিওরও হতে পারে, যাকে হেপাটিক ফেলিওর বলে। সেইসঙ্গে কিডনির ক্ষতি হয়, প্রভাবের সঙ্গে রক্ত বেরোয়। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষরণ হয়। রক্তক্ষরণ বেশি দেখা যায় ফুসফুসের মধ্যে। এতে কারও খুব কাশি হলে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে থাকে। এছাড়া প্রভাব কমে যেতে পারে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মেনিনজাইটিসের উপসর্গ দেখা

দেয়। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধার মতো ব্যাশ বেরোয়।

▶▶ রোগনির্ণয়

এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রধানত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই রোগটি ধরা পড়ে। পরিস্থিতি জটিল হলে আরও অন্যান্য পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো গ্রামগঞ্জে তো বটেই, সাধারণ জেলা স্তরেও করা সম্ভব নয়। বড় ল্যাবরেটরি ছাড়া হয় না। তবে র‍্যাপিড অ্যানালাইজা বা র‍্যাপিড কিট টেস্টের মাধ্যমেও

▶▶ ভুল যেখানে হয়

এই রোগের উপসর্গ অন্য রোগ যেমন- ডেঙ্গি, টাইফয়েড, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, ভাইরাল হেমারেজিক ফিভারের সঙ্গে অনেকটা মেলে। এছাড়া জন্ডিসের সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য থাকে। তাই অন্য রোগের সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ। এই কারণে চিকিৎসা করতে দেরি হয়।

▶▶ চিকিৎসা

স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে এবং রোগী ভালো হয়ে যান। বিশেষ লক্ষণ বুঝে চিকিৎসা শুরু করার পাশাপাশি কিছু সহায়ক পরীক্ষা নিয়মিত করা উচিত। যেমন,

প্রভাবে কতটা রক্ত বেরোচ্ছে জানতে নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত। যদি রক্ত বেরোনো কমতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে চিকিৎসায় সাড়া মিলছে। এখানেই নিয়মিত প্রভাব পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

▶▶ কিছু উল্লেখযোগ্য ছোট আকারের মহামারি

২০০২ সালে মুম্বইতে যখন বর্ষার জল জমেছিল, সেই সময় জল ভেঙে যাওয়ায় করার ফলে কয়েকশো মানুষের এই অসুখটি হয়েছিল। এখন কলকাতা শহরেও মাঝেসাঝে একটা-দুটো পাওয়া যায়। এছাড়া ২০০২ সালে বারিপদাতেও প্রায় ২০০ জনের মধ্যে রোগটি ধরা পড়ে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগটি সন্দেহ করতে পেরেছিলেন বলে দু'সপ্তাহের মধ্যে রোগটি নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারি সবথেকে বড় কাজ।

▶▶ কাদের ঝুঁকি রয়েছে

যাঁরা খেতে চাষ করতে যাচ্ছেন, জলাধারে বা পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছেন, ক্যানালে যাচ্ছেন, প্রাণী চিকিৎসক, ল্যাবরেটরি কর্মী, নালা-নদীময় সাফাইকর্মী, যাঁরা ঘোড়ার পরিচর্যা করেন, গুয়ারা-ছাগল-ভেড়া-গোরু পালনকারীদের এই রোগের ঝুঁকি রয়েছে।

▶▶ আবার হতে পারে কি না

একবার জ্বর হওয়ার পর ওষুধ খেয়ে কমে গেলে চার-পাঁচদিন পর ফের জ্বর আসতে পারে। সেটা ঠিক হয়ে যেতে পারে বা খারাপ কিছুও হতে পারে। কিন্তু একবার পুরোপুরি সেরে গেলেও পরবর্তীকালে নতুন সংক্রমণের আশঙ্কা থাকেই।

▶▶ প্রতিরোধ

এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত নয় যে, চামড়ায় কাটাছেঁড়া না থাকলেও স্পাইরোটিক স্বাভাবিক চামড়া ফুটো করে ঢুকে যেতে পারে কি না। তবে তর্কের খাতিরের ধরে নেওয়া হয় যে, স্বাভাবিক চামড়ায় তারা ঢুকতে পারে। সুতরাং, মাঠেঘাটে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা দূষিত জল থেকে সতর্ক থাকবেন। জ্বর এলে নিজেই ডাক্তারি না করে চিকিৎসকের কাছে যাবেন এবং সমস্যা বিস্তারিত জানাবেন। এর কোনও প্রতিষেধক হয় না এবং আগাম কোনও ওষুধ খেতেও একে আটকানো যায় না।

সমস্যা যখন বার্নআউট



ঘুম ভাঙার পরেও কি আপনি ক্লান্ত? ঘুম কম হয়নি, তবুও মন চাইছে না উঠে বসতে। আপনি হয়তো অলস নন, কিন্তু শরীর-মন দুটোই যেন অচল। অফিস, মিটিং, রান্না,

বাচ্চার পড়া, বাবা-মায়ের দায়িত্ব, ই-মেল বা মেসেজের জবাব, মাস গেলে ইএমআই- সবই চলছে, কিন্তু যেন আপনিই নেই সেখানে। আপনি চলছেন কোনও এক যন্ত্রমানবের মতো। যদি আপনার অবস্থা এমন হয় তাহলে আপনি হয়তো বার্নআউটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। লিখেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ ত্রিষাম্পতি নস্কর**

দীর্ঘদিনের ক্রমাগত চাপ, মানসিক-শারীরিক ক্লান্তির চরম পরিণতি বার্নআউট। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বার্নআউটকে পেশাগত মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি শুধু কাজের দক্ষতা নয় পারস্পরিক সম্পর্ক, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এবং শেষমেশ জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ ও অর্থহীন। এখন এই সমস্যা শুধু কর্পোরেট দুনিয়ার সীমাবদ্ধ নয়, ছাত্রছাত্রী,

গৃহবধু, ডাক্তার, নার্স এমনকি কার্যিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহিকারীরাও এখন বার্নআউটের শিকার। ভারতীয় পরিসংখ্যানে যে তথ্য উঠে এসেছে তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। প্রায় ৬২ শতাংশ কর্মচারী বার্নআউটের উপসর্গের সম্মুখীন হন, যা বিশ্বব্যাপী গড়ের প্রায় তিনগুণ।

কারণ

কর্মস্থলের চাপ : ভারতের অনেক অফিসে কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। ১০-১২ ঘণ্টা কাজ, মধ্যরাতে কল, সাপ্তাহিক ছুটিতেও মিটিং, উর্ধ্বতনদের স্বীকৃতির অভাব, হঠাৎ করে কাজ হারানোর ভয়- এসবই ক্রমাগত চাপ তৈরি করতে থাকে। এই কর্মসংস্কৃতিতে ব্যক্তিগত জীবন হয়ে যায় উহা। কাজের মধ্যে আছ তো বেঁচে আছ - এই ধরনের ভাবনা ঢুকে যায় আমাদের মজ্জায়।

পড়াশোনার চাপ : আমাদের দেশে বার্নআউট শুধু বড়দের সমস্যা নয়, ছোটদের মধ্যেও দেখা যায়। হাজারো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, কোচিং ক্লাস, অভিভাবকদের প্রত্যাশা- এসব একত্রে কিশোর মন ও শরীরের উপর প্রবল চাপ ফেলে।

কৈশোরের প্রাণোচ্ছলতা, অপরিমিত প্রাণশক্তির পরিবর্তে তারা ঝুঁকছে বিষণ্ণতা, ঘুমের সমস্যা ও আনন্দহীনতায়।

ঘরের কাজে ক্রান্তি : গৃহবধূদের ক্ষেত্রে সারাদিনের অগুনতি দায়িত্ব যেমন, রান্না করা, কাপড় কাচা, বাচ্চার দেখাশোনা থেকে, মা-বাবা, অতিথি- সবটাই প্রায় একাই সামলাতে হয়। সেই অনুপাতে বিশ্রাম বা স্বীকৃতি তারা পান না। এই ‘অদৃশ্য শ্রম’ বার্নআউটের অন্যতম

প্রধান কারণ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মানসিক ধকল : ডাক্তার, নার্স, থেরাপিস্টরা অন্যের সুস্থতার জন্য লড়েন। কিন্তু নিজেদের ভালো থাকাটা যে লড়াইয়ের প্রথম ধাপ সেটা তাঁরা অনেক সময় ভুলে যান।

সামাজিক সংস্কার ও মানসিকতার প্রভাব : অনেক ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় ‘অভিযোগ করো না’। ফলে মানসিক চাপকেই স্বাভাবিক মনে করা, ‘না’ বলতে না পারা, সাহায্য চাইতে লজ্জা পাওয়া, নিজের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করা - এই সবকিছু বার্নআউটকে আরও গভীর করে তোলে।

লক্ষণ

মানসিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- ক্রমাগত ক্লান্তি, বিরক্তি, রাগ, হতাশা, কাজ বা জীবনের প্রতি উদাসীনতা, আত্মবিশ্বাস হারানো, পছন্দের কাজে আনন্দ না পাওয়া প্রভৃতি। অন্যদিকে, শারীরিক লক্ষণের মধ্যে রয়েছে- মাথাব্যথা, হজমের সমস্যা, ব্যথা, ঘুমে ব্যাঘাত। এছাড়া আচরণগত লক্ষণ যেমন কাজ ফেলে রাখা, অফিস এড়িয়ে যাওয়া, কাজের গতি কমে যাওয়া, একা থাকতে চাওয়া, সম্পর্ক এড়িয়ে চলা প্রভৃতি দেখা যায়।

মোকাবিলা কীভাবে করবেন

কাজের থেকে শুধু ছুটি নিলেই বার্নআউটের সমস্যা মিটবে না। প্রয়োজন সেতুনতন, অভ্যাসের পরিবর্তন, পদ্ধতিগত সমর্থন এবং নিজের প্রতি ভালোবাসা।

প্রথমে বুরুন, আপনার বার্নআউট হচ্ছে কি না। প্রয়োজনে নিজেকে প্রশ্ন করুন - পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও আপনার কি সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগছে? সকালে ওঠার সময় কি সারাদিনের কাজ নিয়ে আপনার মনে আতঙ্ক কাজ করছে? আপনি কি আগের

মতো আর সামাজিক নেই? জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে দেহ ও মনকে বিশ্রাম দিন। যোগ, প্রাণায়াম ও ধ্যান করুন। প্রাতিরাশে প্রোটিনযুক্ত খাবার খান। বিকেলের পর চা-কফি খাওয়া কমান, চিনি ও ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন। রাতে ৭-৯ ঘণ্টা ঘুমান। প্রতিদিন ২৫ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করার স্টোপ করুন।

পাশাপাশি লক্ষ্য করুন, কোন কোন কাজ আপনাকে ক্লান্ত করছে? অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো বাদ দিন। জরুরি কাজ, বিশ্রাম এবং আনন্দ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখুন।

সব কাজ আপনি একা করবেন না। বিনীতভাবে ‘না’ বলতে পারা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত উপকারী। দায়িত্ব ভাগ করে নিন। ফোনের স্ক্রিন থেকে বিরতি নিন। রাত ৮টার পর ই-মেল দেখা বন্ধ করুন। সপ্তাহে একদিন স্ক্রিন ফ্রি দিন রাখুন। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার সীমিত করুন।

সামাজিক সংযোগ ফিরিয়ে আনুন। বন্ধুদের, পরিজনকে ফোন করুন, পুরোনো শখ ফিরিয়ে আনুন। আড্ডা মারুন, গল্প করুন। সব মিলিয়ে নিজের মনের কথা বলতে পারার মতো ছোট সাপোর্ট সার্কেল বানান।

কিছু ভুল ধারণা	
ধারণা	বাস্তব
শুধু কর্পোরেট কর্মীদের বার্নআউট হয়	ছাত্র, গৃহবধু থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের বার্ন আউট হতে পারে
অনেকেই বলেন, ‘ও কিছু না, এমনি ঠিক হয়ে যাবে’	দীর্ঘস্থায়ী বার্নআউট বিষণ্ণতা, হৃদরোগ ও বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে
ভালো কর্মীরা কখনও অভিযোগ করেন না	স্বাস্থ্যকর সীমা মানা মানে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া
মানসিক চিকিৎসা দুর্বলদের জন্য	মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া সাহসিকতা এবং বিচ্ছিন্নতার পরিচয়

বার্নআউট কোনও দুর্বলতা বা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়। এটি আপনার মস্তিষ্ক ও দেহের বিপদসংকেত। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। চিকিৎসা করান। স্বাভাবিক কথোপকথন, সাহায্য চাওয়া এবং পরাপূর্ণি বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। সবোপরি শুধু কাজের জন্য নয়, ভালোভাবে বাঁচার জন্য বাঁচুন।

ক্রিকেটকে গুডবাই, অবসর গ্রহে পূজারা

রাজকোট, ২৪ অগাস্ট : চেষ্টা করেছিলেন।

বাদ পড়ে জরি রেখেছিলেন লড়াই। প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে আঁকড়ে ধরেছিলেন কাউন্টি ক্রিকেটকেও। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ করতে না পারার হতাশা নিয়ে এদিন সেই লড়াইয়ে ইতি টানলেন চেতেশ্বর পূজারা। জানিয়ে দিলেন, আর নয়। ইতি টানছেন ১০৩টি টেস্টের উজ্জ্বল কেরিয়ারে।

সব ভালোর শেষ আছে, কথাটা মেনে নিয়ে এদিন সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ভারতীয় ক্রিকেটের বহু যুদ্ধের সৈনিক। ক্রিকেটশ্রেমীদের রবিবারের মেজাজকে আবেগতাড়িত করে সাতসকালেই পূজারার ঘোষণা, বাইশ গজে ভারতীয় দলের জার্সিতে আর কখনও ব্যাট হাতে দেখা যাবে না তাঁকে। আবেগধন বিদায়বা্তায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গোওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।’

১০৩ টেস্টের কেরিয়ারে করেছেন ৭,১৯৫ রান। সর্বাধিক ১০৬। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৭৮টি ম্যাচে সংগ্রহ ২১,৩০১ রান। সর্বাধিক ৩৫২। ২০০৯ থেকে ২০১৪- পাঁচ বছর আইপিএলে খেলেছেন। প্রথমে কলকাতা নাইট রাইডার্স, তারপর রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গলুরু।

৩১ ভারতীয় হিসেবে একটি টেস্ট ইনিংসে পূজারা (৫২৫ বলে ২০২, বনাম অস্ট্রেলিয়া ২০১৭) সর্বাধিক বল খেলেছিলেন।

৪ একটি টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে চতুর্থ সর্বাধিক বল খেলেছেন পূজারা (৪ ম্যাচে ১২৫৮ বল, ২০১৮-’১৯ বনাম অস্ট্রেলিয়া)।

১৪ ভারতের যে ১৪ জন ক্রিকেটার একশো টেস্ট খেলেছেন চেতেশ্বর পূজারা তাদের অন্যতম।

৮ টেস্ট ভারতের অষ্টম সর্বাধিক রান সংগ্রাহক পূজারা।

২ টেস্টে তিন নম্বরে নেমে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান রয়েছে পূজারার (৬৪৮৮)। শীর্ষে রাহুল দ্রাবিড় (১০৩৮১)।

৩ অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের মধ্যে পূজারা (৪ ম্যাচে ৫২১, ২০১৮-’১৯) তৃতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহকরী।

৩ টেস্টে ১ হাজার রান করার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে পূজারা (১৮ ইনিংস)।

২ ভারতীয়দের মধ্যে টেস্টে তিন নম্বরে দ্বিতীয় সর্বাধিক দ্বিশতরান রয়েছে পূজারার (৩টি)। শীর্ষে দ্রাবিড় (৫টি)।

৩ডিআই

অভিষেক

১ অগাস্ট, ২০১৩

বনাম জিম্বাবোয়ে

শেষ ম্যাচ

১৯ জুন, ২০১৪

বনাম বাংলাদেশ

বনাম অস্ট্রেলিয়া

ম্যাচ ৫

রান ৫১

গড় ১০.২০

শতরান ০

অর্ধশতরান ০

সর্বাধিক ২৭

টেস্ট

অভিষেক

৯ অক্টোবর, ২০১০

বনাম অস্ট্রেলিয়া

শেষ ম্যাচ

৭ জুন, ২০২৩

বনাম অস্ট্রেলিয়া

ম্যাচ ১০৩

রান ৭১৯৫

বল খেলেছেন ১৫৭৯৭

গড় ৪৩.৬০

শতরান ১৯

অর্ধশতরান ৩৫

সর্বাধিক ২০৬*

শরীর বাজি রেখে...

২০২১ সালে ব্রিসবেন টেস্টের পঞ্চম দিনের ভাড়া পিচে প্যাট কামিস-মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাঞ্জেলউভদের ৯টি বল শরীরে লাগার পরও মাঠ ছাড়েননি চেতেশ্বর পূজারা। তাঁর তৈরি ভিত্তে পরবর্তীতে জয় আনেন ঋষভ পণ্ড।

বল ৬২ গতি ১০৫.৫

বল ৭২ গতি ১৪১.৩

বল ৭৬ গতি ১৪১.২

বল ৭৭ গতি ১০৮.৭

বল ৮০ গতি ১৪২.০

বল ৮৬ গতি ১৪০.২

বল ১১০ গতি ১৩৬.১

বল ১২৫ গতি ১৩৫.০

বল ১৩৫ গতি ১৪০.২

(গতি সিনি গ্রিট ফলস)

গর্বিত করেছ, প্রশংসায় একসুর কুশলে-শচীনদের

নয়াদিল্লি, ২৪ অগাস্ট : বাহারি ক্রিকেট শট নয়। দলের জন্য ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকা। নিজের সবটুকু দিয়ে প্রতিরাষের প্রাচীর গড়ে তোলা। যে প্রাচীর বারবার ভারতের ডুবন্ত জাহাজকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনই হতাশ করেছে প্রতিপক্ষকে। রাহুল দ্রাবিড়ের জুতোয় পা রেখে যথার্থ অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ক্রাইসিসম্যান।

চেতেশ্বর পূজারার অবসর ঘোষণায় সেই আবেগের প্রতিফলন ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। সুনীল গাভাসকার, শচীন তেড্ডুলকার, অনিল কুম্বলে, যুবরাজ সিং থেকে বর্তমান প্রজন্ম শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন পূজারাকে। তুলে ধরেছেন তাঁর উজ্জ্বল ক্রিকেট কেরিয়ার, ভারতীয় ক্রিকেটে অসমানা অবদানের কথা।

গাভাসকার সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘পুরোনো মানসিকতার টেস্ট ক্রিকেটার, যে দেশকে সবসময় সবকিছুর আগে রেখেছে। দেশের জন্য অশুনতিবার শরীরে বলের আঘাত সরিয়েছে। কিন্তু কখনও পিছিয়ে যাননি। আশাকরি ভারতীয় ক্রিকেট ওর অভিজ্ঞতা,

দক্ষতা কাজে লাগাবে। অসাধারণ চেতেশ্বর। তুমি আমাদের গর্বিত করেছ।’

গর্বের স্রোত শচীনের কথাতোও। মাস্টার ব্লাস্টারের কথায়, ‘ঠান্ডা মস্তিষ্ক, টেকনিক, ধৈর্য, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা, আপেক্ষের প্রতিফলন দেখেছি তোমার মধ্যে। তিন নম্বরে তোমাকে ব্যাট হাতে নামতে দেখে বরাবর স্বপ্তি পেয়েছি।’ পূজারার ছবি পোস্ট করে শুভমান গিল পূর্বসূরিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, ‘ভারতীয় ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখার জন্য।

অনিল কুম্বলে : উজ্জল কেরিয়ারের জন্য অভিনন্দন। সুন্দর এই খেলার অসাধারণ এক দূত। ক্রিকেট মাঠে তুমি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছ, তার জন্য আমরা সবাই গর্বিত। তোমার সঙ্গে কাজ (কোচের দায়িত্ব) করতে পাবা আমার কাছে সম্মানেরও।

গৌতম গম্ভীর : ঝড়ের মুখে সবসময় বুক চিত্তিয়ে দাঁড়িয়েছ। যখন সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন লড়াই করছে। অভিনন্দন পূজি।

বীরেন্দ্র শেখবাগ : তোমার পরিশ্রম, চেষ্টা, দায়বদ্ধতা

ভারতের জার্সি পরা, জাতীয় সংগীত গোওয়া, মাঠে নেমে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা- এর গুরুত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে সব ভালোর শেষ আছে। ভারতের হয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে ভালোবাসা ও সম্মান দেওয়ার জন্য।

ভারতের ক্রাইসিসম্যানকে। পূরস্কারস্বরূপ সিরিজ সেরার সম্মান।

১৩ বছরের টেস্ট কেরিয়ারে ১৯টি স্ট্রুখরি রয়েছে। ৫টি একদিনের ম্যাচ খেলেও ছাপ রাখতে পারেননি। তবে চিরাচরিত ফর্ম্যাট টেস্টে দলে বরাবরের ব্যাটিংস্তম্ভ ছিলেন। শচীন তেড্ডুলকারের কথায়, তিন নম্বরে পূজারা ব্যাট করতে নামা মানে স্বস্তিতে থাকা।

ভালোবাসা, পাশে থাকার জন্য পূজারা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নিজের আঞ্চলিক সংস্থা সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে। বিদায়ি বাত্যয় কোচ, কোচিং স্টাফ, কাউন্টি টিম, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দলগুলির কথাও ভোলেননি। পূজারার মতে, তাঁর সাফল্যের নেপাথ্যে সবরা প্রচেষ্টা, সমর্থন, পরিশ্রম। যদিও শুরুটা বর্ণমায় হলেও

শেখের ছবিটা অনেকটাই ফিকে। ২০২৩ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর আর ডাক পাননি। নিবিচকদের নজরে আসার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কাউন্টি ক্রিকেটও খেলেছেন। কিন্তু নিবিচকদের সামনের দিকে তাকানোর ভাবনায় আর সুযোগ পাননি পূজারা।

ভারতের গত ইংল্যান্ড সফরে কমেদ্বি বস্লে দেখা গিয়েছিল পূজারাকে। সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রী, মাইকেল আথারটন, মাইকেল ভনদের সঙ্গে ধারাভাষ্যেও নিজের ছাপ রাখেন। নয়! ইনিংসে যে দায়িত্বে হয়তো আরও বেশি করে দেখা যাবে। যুবরাজ সিং তো ইতিমধ্যেই লেজেন্ড লিগের দরজা খুলে রাখার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন। সুনীল গাভাসকারের কথায়, দেশের ক্রিকেট উন্নয়নে পূজারার দক্ষতাকে কাজে

লাগানো উচিত। কোন ভূমিকায় ভারতীয় ক্রিকেটে পূজারার প্রত্যাবর্তন ঘটবে সেটাই এখন দেখার।

‘বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদলে আখেরে ক্ষতি’ ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে সতর্কবার্তা অশ্বীনের

চেন্নাই, ২৪ অগাস্ট : বিরাট কোহলি-রবি শাস্ত্রীর আমলে ফিটনেসের মাপকাঠি ছিল ইয়ো ইয়ো টেস্ট। রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটিও ভরসা রেখেছিলেন ইয়ো টেস্টেই। গৌতম গম্ভীর জমানাতে যদিও রদবদলের ভাবনা ক্রিকেটারদের ফিটনেসের মাপকাঠিতে।

ইয়ো ইয়োর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে ব্রঙ্কো টেস্ট। গম্ভীরদের যে নয়া ভাবনায় খুশি নন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের মতে, অযথা পরিবর্তনে হিতে বিপরীত হতে পারে। সুবিধার বদলে সমস্যা বাড়তে পারে ফিটনেস টেস্টের অযথা পরিবর্তনে। ভারতীয় দলের ক্রিকেটার, বিশেষত পেস বোলারদের জন্যই মূলত আসতে চলেছে রাগবির ধাঁচে নতুন ব্রঙ্কো টেস্ট পদ্ধতি। যদিও অশ্বীনের যুক্তি, যা সফলভাবে চলাছে তাকে রাতারাতি বদলে ফেলার কোনও দরকার নেই। এতে সমস্যাই বাড়বে। খেলোয়াড়দের চোচ প্রবণতা বাড়তে পারে।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে বলেছেন, ‘ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং

পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদর্শ ক্রিকেটাররাই সমস্যা পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে। বারবার ট্রেনিং পদ্ধতি বদললে

ট্রেনার পরিবর্তন হলে ট্রেনিং পদ্ধতিও বদলানো ঠিক না। এরফলে আদর্শ ক্রিকেটাররাই সমস্যা পড়ে। দীর্ঘদিন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং পদ্ধতি অনুসরণ করার পর হঠাৎ তা বদলে ফেললে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে। এরফলে চোটের সম্ভাবনা বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

–রবিচন্দ্রন অশ্বীন

তা আখেরে ক্ষতিই হয়।’ সোহম দেশাইয়ের বমলে দলের স্টেংথ ও কন্ডিশনিং কোচের দায়িত্বে এখন

শতরানের পর চেন্না সেলিব্রেশনে ট্রাভিস হেড। ম্যাচেতে রবিবার।

হেড-মার্শ-গ্রিনে রেকর্ড অজিদের

ম্যাচে, ২৪ অগাস্ট : সিরিজের নিম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল আগেই। নিমরক্ষর শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৭৬ রানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই ঝড় তোলেন ট্রাভিস হেড (১৪২) ও মিচেল মার্শ (১০০)। শতরান করলেন তিন নম্বরে নামা ক্যারেরন গ্রিনও (অপরাজিত ১১৮)। ৪৭ বলে তিন অঙ্কে পৌঁছে গ্রিন অজিদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম সেক্সুরি করলেন। যার সুবাদে অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যায় ৪৩১/২ স্কোরে। দেশের মাটিতে ওডিআইতে সর্বাধিক রান।

অন্যদিকে, বল হাতে বিশ্বসীা মেজাজে ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার কুপার কোনোলি (২২/৫)। ২২ বছর ২ দিন বয়সে কনিষ্ঠতম অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে পাঁচ উইকেট নিলেন তিনি। এটাই অজি স্পিনারদের মধ্যে ওডিআইয়ে সেরা বোলিং ফিগার। যার সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৫৫ রানে। ওডিআই ক্রিকেটের ইতিহাসে এটাই তাদের সর্বাধিক রানে হার।

স্মৃতি-রিচাদের প্রস্তুতি শিবির হবে ভাইজাগে

মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি। লক্ষ্যপূরণে নিজদের প্রস্তুত রাখতে বন্দরনগরী ভাইজাগে প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। বিশ্বকাপের আগে নিজদের বালিয়ে প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলবে সিরিজও খেলবেন স্মৃতি মাদান্না-হরমনপ্রীত কাউর-রিচা ঘোষরা। তার প্রাক্কালে ২৫ অগাস্ট থেকে সপ্তাহ খানেকের এই প্রস্তুতি শিবির করবে ভারতীয় মহিলা দল। ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপের দলের পাশাপাশি শিবিরে অংশ নেবেন স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা ৬ জন ক্রিকেটারও।

শিবিরে যোগ দেবেন মহিলা ভারতীয় ‘এ’ দলের খেলোয়াড়রাও। বর্তমানে ‘এ’ দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলতে বাস্তু। নিউজিল্যান্ডের মহিলা দল বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। শিবিরে ভারতের মহিলা বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডও আন্তর্দলীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে।

প্রস্তুতি শিবিরের জন্য ভাইজাগকে বেছে নেওয়ার মূল কারণ, বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা (৯ অক্টোবর) ও অস্ট্রেলিয়ার (১২ অক্টোবর) বিরুদ্ধে হওয়ার কথা। থাকলেও রাজ্য সরকার চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রথমবার কোচের দায়িত্বে সৌরভ মুম্বই, ২৪ অগাস্ট : দুই দফায় দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভূমিকাতোও তাকে পাওয়া গিয়েছে। তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে এই জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ করা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির তরফে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানানো হয়েছে, জোনাকন ট্রুটের পরিবর্তে সৌরভকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সৌরভের হাত ধরেই প্রিটোরিয়া প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে প্রথমবার তারা ফাইনালে উঠলেও পরবর্তী দুইবার তারা শেষ করে যথাক্রমে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে। ২৬ ডিসেম্বর এবারের দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগ শুরু হচ্ছে।

